"মিষ্টি বাচ্চারা - এখানে ওখানে বসে ফালতু কথায় নিজের সময় নষ্ট ক'রো না, বাবার স্মরণে থেকে সময়কে সফল করো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চারা বাবার নাম উজ্জ্বল করে তুলতে পারে?

*উত্তরঃ - যারা বাবার মতোই সেবা করতে পারবে তারাই বাবার নাম উজ্জ্বল করে তুলবে। যখন প্রতিটি কর্মই বাবার মতো করে করবে, তখন অনেক বড় ফল প্রাপ্ত হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে তাঁর মতো তাঁর সমান বানানোর জন্য পুরুষার্থ করাচ্ছেন ।

*প্রশ্নঃ - অন্তর্মুখী কাকে বলা হবে? তোমাদের এই অন্তর্মুখীতা অভিনব, কীভাবে?

*উত্তরঃ - সোল কনসাসে (আত্ম অনুভূতিতে, soul conscious) থাকাই হলো অন্তর্মুখী হওয়া । ভিতরে যে আত্মা আছে তাকে সমস্ত কিছু একমাত্র বাবার থেকেই শুনতে হবে। এক বাবার সাথেই বুদ্ধিযোগ যুক্ত রেখে গুণবান হয়ে উঠতে হবে - একেই বলে অভিনব অন্তর্মুখীতা।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গান শুনলো। তারা শুনলো বাবার মহিমা আর বাবার এই মহিমার ফল পুনরায় বাচ্চাদেরই প্রাপ্ত হচ্ছে। তারপর বাচ্চারা তাদের মাধ্যমে বাবাকেই প্রতিফলিত করে। বাবার নাম উজ্জ্বল তখনই করতে পারবে, যখন তাঁর মতো সেবা করতে পারবে। তবেই তারা বহুগুণ ফল প্রাপ্ত করতে পারবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা প্রাক্টিক্যালি এখানে রয়েছো। ভক্তরা তো শুধুমাত্র গায়ন করতে থাকে। তোমরা জানো যে বাপদাদা সঙ্গম যুগে আমাদের সামনে বসে আছেন। দাদার শরীরে এসে তবেই তো বাবা বলবেন । বাচ্চাদের দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে, তারা পুরুষার্থ করে অবশ্যই বাবার সমান হয়ে উঠতে পারবে। বাবা হলেন পতিত পাবন জ্ঞানের সাগর। তাঁর থেকেই তোমরা বাচ্চারা পতিতপাবনী জ্ঞান-গঙ্গা সকল নির্গত হয়েছো। তোমাদেরকে গঙ্গা কেন বলা হয়? তার কারণ তোমরা সবাই হলে সজনী । সকলকেই জ্ঞান-গঙ্গাই বলা হয়। বাচ্চারা এই নেশায় মগ্ন থাকে যে তারা এই শ্রীমৎ পালন করে সমগ্র বিশ্বকে, বিশ্বের মনুষ্য মাত্রকে সুখ প্রদান করতে পারে, যা আর কেউ দিতে পারে না। এখন বাবা এসেছেন সকলকে সৎগতি দেওয়ার জন্য। বাচ্চাদের মাধ্যমে তিনি তা সকলকে প্রদান করেন। কারন তিনি করণকরাবনহার। সুতরাং এমন বাবার শ্রীমতে তো অবশ্যই চলতে হবে। বাবা বলেন, যে করবে আর যত সেবা করবে, সে-ই শুধুমাত্র ২১ জন্মের জন্য উঁচু প্রালব্ধ প্রাপ্ত করতে পারবে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কিছুই করার নেই। অত্যন্ত সহজ কথা। দিন দিন বাবা খুব ভালো ভালো পয়েন্ট দিতে থাকেন আর বাবা বলতে থাকেন, ঝুলি যতটা ভরে নিতে চাও ততটা ভরে নাও। এটা তোমরা নিজেরাও উপলব্ধি করতে পারো যে তোমরা নিজেদের ঝুলি ভালো করে ভরে নিতে পারছো, নাকি অন্য কোথাও সময় নষ্ট করছো । ভক্তিতে তো অনেক সময় নষ্ট করেছো, শক্তি নষ্ট করেছো, অর্থ নষ্ট করেছো, পরিশ্রমও নষ্ট করেছো । ভক্তিতে অনেক পরিশ্রম করে থাকে। জপ, তপ, দান, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি অনেক কিছুই করে। এখন যা কিছু ঘটছে সে সবকিছুই ড্রামা অনুযায়ী ঘটছে। এখন তো পুরুষার্থ করার সময়। যা অতীত হয়ে গেছে, যা ঘটে গেছে তাকে কোনো ভাবে পাল্টানো যাবে না। তা পরবর্তী কল্পে আবার নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী রিপিট হবে। এখন বাবা বলেন যে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। এখানে ওখানে নিজের সময় নষ্ট করো না। বাবার স্মরণের মাধ্যমে সময়কে সফল করো। অনেক বাচ্চারাই বাবার কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। যে ভালোভাবে নিজে ধারণ করতে পারবে সে তারপর অন্যদেরকেও তা বোঝানোর জন্য সেবা অবশ্যই করবে। নিজের সময় অন্য কোথাও নষ্ট করবে না। অনেক বাচ্চারাই আছে যারা সারাদিন বহির্মুখী হয়ে থাকে। বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করে অন্তর্মুখী হতে হবে। ভেতরে তো আত্মা রয়েছে। এই দৃঢ় নিশ্চয় থাকতে হবে যে, আত্মাদেরকে বাবা খুব ভালোবেসে বোঝাচ্ছেন যে - বাচ্চারা তোমাদেরকে সোল কনসাস (আত্ম অনুভুতিতে) থাকতে হবে । একেই বলা হয় সত্যিকারের অন্তর্মুখীতা । এই অন্তর্মুখ হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত অভিনব । ভেতরে যে আত্মা আছে সে যেন সমস্ত কিছু এক বাবার থেকেই শোনে । বাবা অত্যন্ত ভালোবেসে বাচ্চাদেরকে বারবার বোঝাতে থাকেন। মাতা পিতার থেকে শেখো এবং যে অনন্য ভাই-বোনেরা আছে যারা খুব ভালো সেবা করে, তাদের থেকে তোমাদেরকে শিখতে হবে। অল্পবিস্তর অবগুণ তো এখন সকলের মধ্যেই আছে। গানও আছে যে, আমি নির্গুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই... বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে গুণবান হয়ে উঠতে হবে । সেইরকম তখনই হয়ে উঠতে পারবে, যখন বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত হবে। মায়া অনেক ভাবে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করবে। বাচ্চারা চলতে চলতে পড়ে যায়, আবার উঠে চড়তে থাকে। যে বডি কনসাসে (দেহবোধে) থাকে সে চলতে চলতে পড়ে যায়। যে সোল কনসাসে থাকে, সে কখনো পড়ে যায়

না। তারা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে করে, যে আমরা এ কাজ করে দেখাবোই। সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে দেখাবোই। অন্তরে এই নিশ্চয় করতে হবে যে আমরা বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। কোথাও ফালতু সময় নষ্ট করবো না। বাচ্চাদেরকে জীবন যাপন করার জন্য জীবিকা করতে হবে । ঘর সংসার সব ত্যাগ করা - সে তো হঠযোগী সন্ন্যাসীদের কাজ। তোমাদেরকে তো নিজের রচনার সম্পূর্ণ দেখাশোনা করতে হবে আর হৃদয়ে এই নিশ্চয় রাখতে হবে যে এই চর্মচক্ষে আমরা যা কিছু দেখছি সে সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হবে। যদি এখনো এসব কিছুর প্রতি তোমরা মমত্ব রাখো তাহলে তোমরা নিজেদের লোকসান নিজেরাই করবে । মমত্ব শুধুমাত্র এক বাবার প্রতি রাখতে হবে । মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতার। এইজন্যই অনেক ঝামেলা হয়। ক্রোধের জন্য এতটা ঝামেলা হয় না। বাবা বলেন এই কাম বিকার তো এখন সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছে। সকলে বিকার এর দ্বারাই জন্ম নেয়। তোমরা বোঝাতে পারো যে - আমরা ভ্রস্টাচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলতে সাহায্য করছি।

বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে সোল কনসাস হতে হবে । পতিত পাবন বাবাকে স্মরণ করতে হবে । সবাই তাঁকে এই বলেই ডাকে যে, হে পতিত পাবন এসো। তো তিনি এসে কি করবেন? অবশ্যই সবকিছু পবিত্র করে তুলবেন। এখানে স্নান ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার কোনো কথা বলা হচ্ছে না । বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো, এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই । যোগ অগ্নির দ্বারাই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবে । লৌহ যুগ থেকে তোমরা স্বর্ণযুগে যেতে পারবে। এই একমাত্র উপায়, এছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো উপায় নেই। সমস্ত রোগের এই একমাত্র ওষুধ হলো - বাবার স্মরণে থাকা। এর মাধ্যমে সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে। বাবার স্মরণের মাধ্যমে উত্তরাধিকারও স্মরণে আসবে। বাবা অর্থাৎ তাঁর উত্তরাধিকার। লৌকিক বাবা যত গরিবই হোক না কেন তবু একটু একটু করে অল্পবিস্তর যা কিছু থাকবে তাঁর উত্তরাধিকার অবশ্যই তিনি দেবেন। তাই তোমাদেরকে প্রথমে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর তারপর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন মনমনাভব, মধ্যাজী ভব। বাবা এসে তোমাদেরকে সমস্ত বেদের এবং শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে দেন। দ্বিতীয় আর কেউ এই সার জানেই না। বাবা স্পষ্টভাবে সরাসরি বলেন যে বাচ্চারা তোমরা দেহের প্রতি অহংকার ত্যাগ করো। তোমাদেরকে এ কথা বুঝতে হবে যে তোমাদের সাথে অর্থাৎ আত্মাদের সাথে স্বয়ং বাবা কথা বলছেন। নিরাকার পিতা নিরাকার বাচ্চাদেরকেই বলবেন আর তা তোমরা আত্মারা এই কান দিয়ে শুনবে। তোমরাই সবকিছু করো। কোনোভাবেই বাচ্চাদেরকে দেহের প্রতি অহংকারী হলে চলবে না। নিজেকে আত্মা জেনে বাবাকে স্মরণ করো। সেবাও করো, কারণ এই দেহের দ্বারাই তো সমস্ত কাজ হয়ে থাকে। সেই সমস্ত কর্ম তো করতেই হবে। কেউ কেউ কিছু সময়ের জন্য অচেতন হয়ে যায়, বোধ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে । কিন্তু সে'সব তো কোনো জ্ঞানের কথা নয়। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করাতেই পরিশ্রম করতে হবে এবং এই কাজে মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমরা জানো যে আমরা বাবার কোলে এসে বসেছি, তো বাবাকে তো অতি অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। যখন তোমরা ভোগ বানাও তখন তো শিব বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করে তা বানাবে । এর আগে ভক্তি মার্গে যখন তোমরা ভোগ রান্না করতে তখন শ্রীকৃষ্ণকে, রামকে গুরুনানককে স্মরণ করতে, গুরু বাণী পড়তে । যখন স্মরণ করে বানাবে তবেই তো তা পরিশুদ্ধ হবে। তারপর একসময় সেটা অভ্যাস হয়ে যায়। এখানেও স্বয়ং বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব ভোগ অথবা ভোজন রান্না করার সময়, বাবাকে অতি অবশ্যই স্মরণ করতে হবে - এ অত্যন্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে না। ভান্ডারাতে একে অপরকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করে তারপর খাবার রান্না করো। এইরকম করতে করতে এই অভ্যাস পাকা হয়ে যাবে। যাদের এই অভ্যেস তৈরি হয়নি, তারা তো কখনো বাবাকে স্মরণ করবে না। তোমরা ব্রহ্মা ভোজন এর এত মহিমা শুনেছো তাহলে তার কিছু তো মাহাত্ম্য অবশ্যই আছে। দেবতারাও ব্রহ্মা ভোজন করার অভিলাষী হয় । সুতরাং বাবার স্মরণে থেকে খাবার রান্না করাতে নিজেরও কল্যাণ হয় আর যে সেই ভোজন গ্রহণ করে তারও কল্যাণ হয়। স্মরণে থাকলে বুদ্ধিতে এটা এসে যায় যে, আমরা শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। কিন্তু তবুও বাচ্চারা স্মরণ করে না, এই বিষয়ে কাঁচাই রয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এমন বাচ্চারা আসবে যারা বাবার স্মরণে একেবারে বুঁদ হয়ে থাকবে । বাবার স্মরণেই ভোজন ইত্যাদি সকল কাজ করবে । যেমনভাবে সুরার নেশায় বুঁদ হয়ে যায়, ঠিক তেমনভাবে বাচ্চারা, তোমাদেরও এই আত্মিক পিতার স্মরণের নেশা থাকা উচিত - এতে অনেক লাভ আছে। তাঁকে প্রিয় ভেবে কিংবা বাবা ভেবে স্মরণ করতে হবে - তিনি আমাদের অতি মিষ্টি মধুর বাবা। এঁনার মতো মধুর আর কেউ হতে পারে না। বাইরের দুনিয়ার লোকেরা তো এই সমস্ত কথা জানেই না। শুধুমাত্র দেবী দেবতা ধর্মের লোকেরাই তা বুঝতে পারে। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব... এই মহিমা হল এক নিরাকার বাবারই মহিমা। নিশ্চয়ই বাবা এত মহান কোনো কর্তব্য পালন করেছিলেন, তবেই তো ভক্তি মার্গে তাঁর এত মহিমা কীর্তন হয়।

এখন বাবা বলেন - বাকি সমস্ত দিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নাও। সমগ্র দুনিয়া থেকে এমনকি নিজের দেহের থেকেও বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো, তবেই তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে। এই দেওয়া-নেওয়ার সওদা অত্যন্ত সস্তা, কিন্তু নেওয়ার হলো নম্বর ক্রম অনুসারে । এমনভাবেই এই ড্রামা তৈরি হয়ে আছে। বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। কেউ কেউ ভালোভাবে শুনে তা ধারণও করে, আবার কেউ বা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে তা বের করে দেয়। এখানে সামনে বসে শুনে বাচ্চারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে যায়, পুনরায় যেই বাইরে যায় আবার ভুলে যায়। তখন আর কোনো কিছুই স্মরণে থাকে না। কেউ কেউ খুব ভালোভাবে তা রিপিটও করবে। যা বাবা বোঝান, তাই সে তার জীবনে প্র্যাকটিক্যালে (বাস্তবায়িত) করে। সকালে উঠে তোমরা বাবাকে স্মরণ করে খাবার প্রস্তুত করবে, তবে খাবারে শক্তি সঞ্চারিত হবে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে যেন এতটা নেশা থাকে যে - সমগ্র মানব কুলের উদ্ধার করতে হবে । মানব কুলেরই বিষয় এটা। এমন নয় যে পশু ইত্যাদির উদ্ধার করবে - তা নয়, ড্রামাতে এদের এমনই পার্ট রয়েছে । মানুষ যেমন হবে তাদের ফার্নিচার (আসবাবপত্র) সেই রকমই হবে। সত্যযুগে এইসব আজেবাজে জিনিস থাকে না। সেখানে তোমাদের জন্য অফুরন্ত বৈভব থাকে। ওখানে পশু পাখি ইত্যাদি সব রয়্যাল হবে। যেমন মানুষ সেই রকমই তাদের সামগ্রী হবে। গরীবের আর কী থাকতে পারে! ধনাঢ্য ব্যাক্তির সামগ্রী কত রয়্যাল হবে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে বাবা আমাদের কত মহান উচ্চ কর্ম করাচ্ছেন। একই পড়াশোনা সকলের জন্য - কিন্তু যে যতটা করবে সে ততটাই পাবে। প্রত্যেকে ক্রম অনুযায়ী পদপ্রাপ্ত করবে। রাজা রানি প্রজা এবং ধনী ব্যক্তির অধস্তন দাস-দাসী, দরিদ্র ব্যক্তির দাস-দাসী - ইত্যাদি সমস্ত পদ রয়েছে। বুদ্ধিতে রয়েছে যে তোমরা নিজেদের রাজধানী যোগবলের মাধ্যমে স্থাপন করছো। অস্ত্রশস্ত্রের কোন কথাই নেই। এ'সব হলো এখনকার কথা - যোগ বলের মাধ্যমে তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করছো। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণী অর্থাৎ শক্তি। সত্য যুগে দেবীদের হাতে কোনো অস্ত্রশস্ত্র থাকে না। এ তো এখনকার কথা - জ্ঞান তলোয়ার, জ্ঞান খড়্গ। কিন্তু সেই সবকে মানুষ স্থূল রূপে নিয়ে গেছে। এখন তোমাদের চেহারা এবং মনোভাব উভয়ের পরিবর্তিত হয় । অসুন্দর থেকে সুন্দর - এখনই তোমরা হও। সর্বগুণ সম্পন্ন আর ১৬ কলা সম্পূর্ণ হও, তোমরা যে যত পুরুষার্থ করবে তত পাবে - এতে মিথ্যের কোনো স্থান নেই। যদি কারোর মধ্যে অন্ধকারের কালিমা থাকে তাহলে তার বাইরেও কালোই দেখা যাবে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এমন মধুর স্বভাবের হও যাতে সকলেই যেন বুঝতে পারে যে, এদেরকে এমন ভাবে কে তৈরি করেছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান রয়েছে। এই সৃষ্টি চক্রকে জানতে পারলে তবেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। বোর্ড লাগিয়ে দাও যে, বাবা হলেন রচয়িতা আর তিনি সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমরা সকলের থেকে আলাদা। তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, তোমাদেরকে বাবা এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন । সুতরাং শিববাবার প্রতি তোমাদের কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত। কিন্তু অনেক ভালো ভালো প্রথম সারির বাচ্চারাও যোগে ফেল হয়ে যায়। এই জ্ঞান তো বড়ই সহজ। মুরলীও খুব সুন্দর পড়তে পারে কিন্তু যোগে পরিশ্রম লাগে। বাবাকে স্মরণ করার মাধ্যমে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে, এই পরিশ্রম করতে হবে। শুধু এতেই অনেকে ফেল করে যায়। ভগবান বলেছেন যে - আমি তোমাদেরকে মানব থেকে দেবতা আর পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে এসেছি। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতিপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং যিনি জ্ঞানের সাগর অবশ্য তিনিই সকলকে সেই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন। বাদবাকি যে সকল জলের সাগর বা নদী রয়েছে তা কি কখনো কাউকে পবিত্র করে তুলতে পারে? বাচ্চারা এখন তোমরা এই বিষয়টিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারো যে তোমরা নিজেদের জন্য রাজধানী স্থাপন করছো। আত্ম অভিমানী হয়ে উঠছো। আমরা বাবার থেকে এই জ্ঞানের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাব। কোথায় ওদের বুদ্ধি আর কোথায় তোমাদের বুদ্ধি। ওরা সকলে বিনাশের জন্য কর্ম করে চলেছে আর তোমরা স্থাপনার জন্য কর্ম করছো। এইই সকল কথা যেন কখনো ভুলে যেও না। কিন্তু যাদের ভাগ্যেই তা নেই, তারা ধারণ করতেই পারবে না। উচ্চপদ লাভের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। আমরা পাস করে অনেক নম্বর নেব - সকলে এটাই চায় কিন্তু সেই অনুযায়ী পরিশ্রম করতে পারে না। এ হল সেই অসীম অনন্তের পড়াশোনা, এর মাধ্যমে বাবা সমগ্র বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন - আশ্চর্য তাই না! বাবা অনেক ভালোবেসে বুঝিয়ে দেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো, অত্যন্ত নিবিড় ভাবে দৃঢ়ভাবে স্মরণ করো। বাবা পুনরায় এসেছেন। আমরা অবশ্যই বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো । বাবা আমরা তোমাকে চিনেছি। এমনও বাচ্চারা আছে যারা বাবাকে কখনো দেখেনি পর্যন্ত, তবু ঘরে বসেও তারা সেই অনুভব করতে পারে। কারো কারোর ক্ষেত্রে অল্প শুনলেও ঘোর লেগে যায়। তখন তাদের ভাগ্য তাদের সহায় হয়। কেউ কেউ আবার অসৎ সঙ্গে পড়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। রাবণের মতাদর্শীরা পৃথক আর ঈশ্বরীয় মতাদর্শীরা পৃথক। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে কীভাবে যোগবলের মাধ্যমে এই রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে । এই জগতে অনেক রকমের

বাহুবল রয়েছে, যোগবল শুধুমাত্র এক প্রকারেরই। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অন্তর্মুখী হয়ে শুধুমাত্র এক বাবার থেকে শুনতে হবে। একমাত্র বাবার সাথেই বুদ্ধি যোগ যুক্ত হয়ে গুণবান হয়ে উঠতে হবে। বহির্মুখীতাতে কখনো আসবে না ।

২) আত্মিক পিতার স্মরণের নেশায় থেকে খাবার রান্না করতে হবে এবং খেতে হবে পাক্কা যোগী হয়ে উঠতে হবে।

বরদানঃ- স্বরাজ্যের স্মৃতির দ্বারা তুফান গুলিকে উপহারে পরিবর্তিত করে নিয়ে অখন্ড সুখ-শান্তি সম্পন্ন হও

অখন্ড সুখ-শান্তিময়, সম্পন্ন জীবনের অনুভব করার জন্য স্বরাজ্য অধিকারী হও । স্বরাজ্য অধিকারীর কাছে যদি কোনো পরিস্থিতি বা সমস্যার ঝড় আসে, তা তাকে আরো অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য, উড়তি কলাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য - এক উপহার স্বরূপ হয়ে যায়। তাদের কাছে কোনো সাধন, স্যালভেশন (কাউকে অবলম্বন বানিয়ে) অথবা প্রশংসার ভিত্তিতে সুখের অনুভব হয় না। বরং পরমাত্ম প্রাপ্তির আধারে অখন্ড সুখ শান্তির অনুভব হয়। যেকোনো রকমের পরিস্থিতি, যা অশান্ত করে তুলতে পারে, সেই পরিস্থিতিও তাদের অখন্ড শান্তিকে খন্ডিত করতে পারে না।

স্লোগানঃ- সদা ভরপুর হয়ে থাকার অনুভব করতে হলে, দোয়া (আশীর্বাদ) দাও আর দোয়া নাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;